বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ আদি অধিক্ষেত্র)

উপস্থিত:
জনাব বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-২২/২০২০

শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
মিস ইয়াদিয়া জামান, অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীর পক্ষে।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৪/২০২০

এ.এম. জামিউল হক গং

-------আবেদনকারীগণ।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব এ.এম. জামিউল হক (ইন্‌পারসন)
-----আবেদনকারীগণের পক্ষে।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৫/২০২০

আইনুন্নাহার সিদ্দীকা গং

-------আবেদনকারীগণ।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব অনিক আর. হক, অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীগণের পক্ষে।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৬/২০২০

জাস্টিস ওয়াচ ফাউন্ডেশন

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (মিলন), অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীর পক্ষে।

সঙ্গে

ভি.সি. রীট পিটিশন নং-৬৭/২০২০

অ্যাড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং
-------রেসপন্ডেন্টগণ।
জনাব মনজিল মোরসেদ, অ্যাডভোকেট
-----আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব মাহবুবে আলম, বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব মুরাদ রেজা, বিজ্ঞ অতিরিক্ত এ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব অমিত তালুকদার, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এবং
মিস অবন্তি নুরুল, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
------ সরকার পক্ষে।

আদেশের তারিখঃ ০১ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৫ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ভার্চুয়াল কোর্ট রীট পিটিশন নং-২২/২০২০-এ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যাক্ট-২০১২ এর ধারা ২৫ ও ২৬ এর বিধান মতে বেসরকারী হাসপাতাল সমূহের আইসিইউ রিকুইজিশান এবং 'সেন্ট্রাল বেড ব্যুরো' স্থাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভাবে রোগীদের জরুরী সেবা ও শয্যা সমস্যা সমাধানে নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল কোর্ট রীট পিটিশন নং-৬৪/২০২০, ৬৫/২০২০, ৬৬/২০২০-এ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ১১/০৫/২০২০ ইং তারিখের দুটি পৃথক স্মারকে সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালসমূহের নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসা প্রদান সম্পর্কিত এবং ২৪/০৫/২০২০ইং তারিখের জারীকৃত স্মারক, যাতে ৫০ শয্যা ও তদ্ধুর্ধ শয্য বিশিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালসমূহে কোভিড এবং নন-কোভিড রোগীদের জন্য পৃথক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালুর

নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়িত না করার নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ এবং ঐ জারীকৃত নির্দেশনা সমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল কোর্ট রীট পিটিশন নং-৬৭/২০২০-এ রাজধানী ঢাকা-তে আগামী দুই সপ্তাহের জন্য লগডাউন ঘোষনা এবং লগডাউনকৃত এলাকার জনগণকে সব ধরনের লজেস্টিক সাপোর্ট এবং করোনা আক্রান্ত রোগীদের 'হাই প্রো নেজাল কেনুলা' সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত রীট পিটিশনসমূহ চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ বিদ্যমান পরিস্থিতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা হতে উদ্ভুত বিধায় একত্রে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং আদালত উপরোক্ত সকল রীট পিটিশনের উপর রীট আবেদনকারীগণের বিজ্ঞ আইনজীবী, রীট আবেদনকারীগণ যারা ব্যক্তিগত ভাবে শুনানী করেছেন এবং সরকার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবনান্তে অত্র আদেশটি প্রদান করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ ১১/০৫/২০২০ইং তারিখে সরকারী হাসপাতালে সাধারণ (নন-কোভিড) রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য নিম্নে উল্লেখিত নির্দেশনা সমূহ জারি করে:

"২। (১) সকল সরকারী হাসপাতালে কোভিড-১৯ সন্দেহে আগত রোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) চিকিৎসার সুবিধা থাকা সত্বেও জরুরী চিকিৎসার জন্য আগত কোন রোগীকে কোনভাবেই ফেরত দেওয়া যাবে না। রেফার করতে হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'কোভিড হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে মোবাইল নং-০১৩১৩৭৯১১৩০, ০১৩১৩৭৯১১৩৮, ০১৩১৩৭৯১১৩৯, ০১৩১৩৭৯১১৪০) যোগাযোগ করে রোগীর চিকিৎসার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে রেফার করতে হবে।

(৩) দীর্ঘদিন ধরে যে সকল কিডনি রোগী ডায়ালাইসিস করছেন অথবা কোভিড হাসপাতাল থেকে ডায়ালাইসিস এর জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে এবং হৃদরোগ ও ক্যান্সার সহ অন্যান্য জটিল রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করছেন তারা কোভিড আক্রান্ত না হয়ে থাকলে-তাদের চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে হবে।

৩। **এই নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটলে বা কোন অভিযোগ প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ একই তারিখের অপর এক স্মারকে বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে সাধারণ (নন-কোভিড) রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য নিম্নে উল্লেখিত নির্দেশনা সমূহ জারি করে:

"২। (১) সকল বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকসমূহে সন্দেহভাজন কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(২) চিকিৎসার সুবিধা থাকা সত্বেও জরুরী চিকিৎসার জন্য আগত কোন রোগীকে

ফেরত দেওয়া যাবেনা। রেফার করতে হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড হাসপাতাল নিয়ন্ত্রন কক্ষের সাথে যোগাযোগ করে রোগীর চিকিৎসার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে রেফার করতে হবে।

(৩) দীর্ঘদিন ধরে যেসকল রোগী কিডনী ডায়ালাইসিস সহ বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রহণ করছেন তারা কোভিড আক্রান্ত না হয়ে থাকলে তাদের চিকিৎসার অব্যাহত রাখতে হবে।

৩। **এই নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটলে বা কোন অভিযোগ প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধান অনুসারে লাইসেন্স বাতিল সহ প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় ২৪/০৫/২০২০ইং তারিখের অপর এক স্মারকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাবমত কোভিড এবং নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরে উল্লেখিত স্মারক দুইটির ধারাবাহিকতায় ৫০ শয্যা ও তদুর্দ্ধ শয্যা বিশিষ্ট সকল সরকারী ও বেসারকারী হাসপাতাল সমূহে কোভিড এবং নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য নিদের্শনা প্রদান করে।

সার্বিক বিবেচনায় আদালত নিম্নোক্ত নির্দেশনা ও অভিমতসমূহ প্রদান করছে:

১। স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারীকৃত উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আগামী ৩০/০৬/২০২০ইং এর পূর্বে অত্র আদালতে দাখিলের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

২। উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনে ব্যর্থ ব্যক্তি বা কর্তৃকপক্ষের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন ধরনের শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কিনা প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করতে হবে।

৩। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/০৫/২০২০ইং তারিখে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসারে ঐ তারিখের পর ৫০ শর্য্যার অধিক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে ১৫/০৬/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত কত জন কোভিড এবং নন-কোভিড রোগীর চিকিৎসার প্রদান করা হয়েছে সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপরে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। তৎসঙ্গে ৫০ শয্যার অধিক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের একটি তালিকা প্রেরন করতে হবে।

৪। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনাসমূহ বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করছে কিনা-সে বিষয়ে বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিন পর পর একটি প্রতিবেদন স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে প্রেরন করার নির্দেশ দেওয়া

যাচ্ছে। ঐ সকল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৫ দিন পর পর স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অত্র আদালতে প্রতিবেদন প্রেরনের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

৫। বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বিশেষতঃ ঢাকা মহানগর ও জেলা, চট্টগ্রাম মহানগর ও জেলা সহ বিভাগীয় শহরের বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ যাতে কোভিড ও নন-কোভিড সকল রোগীকে পরিপূর্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন সে বিষয়ে সার্বক্ষনিক মনিটরিংয়ের জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

৬। কোন সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ কোন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদানে অনিহা বা অবহেলা দেখালে এবং এতে করে ঐ রোগীর মৃত্যু ঘটলে **'তা অবহেলা জনিত মৃত্যু'** হিসেবে বিবেচিত অর্থাৎ **'ফৌজদারী অপরাধ'** হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট্য সকলকে সতর্ক ও সজাগ থাকা আবশ্যক।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক ১১/০৫/২০২০ইং তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনায় দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে।

৭। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রিয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত সরকারী হাসপাতালে আইসিইউ ব্যবস্থাপনা কর্যক্রমকে অধিকতর জবাবদিহিমূলক ও বিস্তৃত করতে হবে। ভুক্তভোগীরা যাতে এ সেবা দ্রুত ও সহজ ভাবে পেতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। কোন হাসপাতালে আইসিইউ-তে কত জন রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং কতটি আইসিইউ শয্যা কী অবস্থায় আছে তার আপডেট প্রতিদিনের প্রচারিত স্বাস্থ্য বুলেটিন এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। আইসিইউ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং সেলে ভুক্তভোগীরা যাতে সহজেই যোগাযোগ করতে পারে সেজন্য পৃথকভাবে 'আইসিইউ হটলাইন' নামে পৃথক হট লাইন চালু এবং হটলাইন নাম্বার গুলো প্রতিদিন বিভিন্ন গনমাধ্যমে বিশেষতঃ টেলিভিশন মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮। আইসিইউ-এ চিকিৎসাধীন কোভিড-১৯ রোগী চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ মাত্রাতিরিক্ত বা অযৌক্তিক ফি যাতে আদায় না করতে পারে সে বিষয়ে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। অক্সিজেন সিলিন্ডারের খুচরা মূল্য এবং রিফিলিংয়ের মূল্য নির্ধারন করে দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। খুচরা বিক্রেতাদের সিলিন্ডারের নির্ধারিত মূল্য প্রতিষ্ঠান/দোকানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা

করতে হবে। কৃত্তিম সংকট রোধে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র এবং রোগীর জাতীয় পরিচয় পত্র ব্যতীত অক্সিজেন সিলিন্ডারের খুচরা বিক্রয় বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে। অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ ও বিক্রয় ব্যবস্থা মনিটরিং জোরদার করতে বানিজ্য মন্ত্রনালয় ও ভোক্তা সংরক্ষন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

১০। সরকার ইতোমধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশ কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় লাল, হলুদ ও সবুজ জোনে বিভক্ত করে পর্যায়ক্রমে লাগডাউনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। এমতাবস্থায়, বর্তমান পর্যায়ে লগডাউনের বিষয়ে কোন আদেশ দেওয়া সংগত হবে না মর্মে আদালত মনে করে।

১১। দেশে বিদ্যমান সামগ্রিক পরিস্থিতি অর্থাৎ বর্তমানে দেশে বিরাজমান করোনা পরিস্থিতি একটি 'দূর্যোগ' বিবেচনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যাক্ট-২০১২ এর ধারা-১৪ অনুসারে 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন গ্রুপ' এর কার্যক্রমকে সক্রিয় করার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারে। ঐ কমিটি কার্যকর হলে ঐ কমিটির সুপারিশের আলোকে উপরোক্ত আইনের ধারা-২৬ অনুযায়ী বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক রিকুইজিশান করা যেতে পারে।

পরবর্তী আদেশ ৩০ জুন ২০২০ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের কপি প্রেরন করা হোক-

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সবিচালয়, ঢাকা।

২। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। সচিব, বানিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৫। মহাপরিচালক, ভোক্তা সংরক্ষন অধিদপ্তর।